SEMESTER-3
PAPER:CC-5
MODULE-2
পাঠ প্রণেতা: রাজু চন্দ

ছোটো গল্পকার জগদীশ গুপ্ত:

বিন্দুতে সিন্ধু ? হ্যাঁ, একেবারে আক্ষরিক অর্থে। যে জল জীবনের বিকল্প তার ছোটো এক ফোটাকে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ধরা যায় তবে দেখা যাবে আরেক ধরনের জীবের ব্যস্ত নড়াচড়া। প্রোটোজোয়ায় বিষাক্ত সে জীব । ঐ অণুবীক্ষণের দিকে চোখ রেখে কোন সন্ধানী মানুষ যদি হঠাৎ বলে ওঠে জল স্বাদুও নয়, পেয়ও নয়। সেই মাইক্রোবায়োলজিস্ট কে নিছক বাতিকগ্রস্ত বলা যাবে না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় সেই মানুষটিকেও আসতে হবে জলের কাছে নবপ্রভাতের সাক্ষী হতে।

কথাগুলো স্মরণে আসে জগদীশ গুপ্তের গল্প প্রসঙ্গে। এক্সরের তলায় মানুষ যেমন বিবস্ত্র, জগদীশ গুপ্তের গল্পেও তেমনি ধরা পড়ে মধ্যবিত্তের নির্মম মানসিকতা। গল্পকার যেন রঞ্জন রশ্মি ময় চোখে গল্পের অক্ষরে অক্ষরে পর্যবেক্ষণ করেছেন কঙ্কাল সার কিছু মানুষের লোভ,লালসা ও ক্ষুদপিপাসা। মানুষের ভয়াবহ অস্তিত্ব গোপন থাকেনি সভ্যতার সুচারু পালিসে । এই গল্পগুলো পড়ে কোন মানুষ যদি ভাবে জীবনটা সত্যিই তিত, তার কথা উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। আবার মজার বিষয় সেই মানুষটিকেও আসতে হবে জীবনের কাছে।

১৩১৮ খ্রিস্টাব্দে কল্লোল যুগের কালিকলম এর লেখক হিসাবে জগদীশ গুপ্তের আত্মপ্রকাশ। তার গল্প গ্রন্থ গুলি হল –

ক) বিনোদিনী (১৯২৭)
খ) রূপের বাহিরে (১৯২৯)
গ) শ্রীমতি (১৯৩০)
ঘ)পাইক শ্রী মিহির প্রামাণিক
ঙ)শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী (১৯৩৫)
চ) মেঘাবৃত্ত অশনি (১৯৪৭)

এছাড়া অন্যান্য গল্পগ্রন্থ গুলি হল- অরূপের রাস ,উদয় লেখা, চন্দ্র সূর্য যতদিন, রতি ও বিরতি, উপায়ণ ইত্যাদি।

'Larger than life'- মানুষকে তিনি খুঁজে পাননি আপন চলার পথে। দুটো মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী লগ্নে তথাকোথিত মানবিক মাহাত্ম্য ধর্ষিত হয়েছে বহুবার।আদালত চত্বরে কেটেছে তার জীবন। নিয়তিবাদ তার গল্পের একটি অন্যতম দিক হয়ে উঠে এসেছে "দিবসের শেষে" গল্পে রতি নাপিতের বালক পুত্র পাচু স্বপ্ন দেখেছিল তাকে কুমিরে নিয়ে যাবে । সবাই মজা করেছিল, তবে রতিরাও সাবধানে ছিল। কিন্তু সত্যিই একদিন পাচু নদীতে গেলে তাকে কুমিরে নিয়ে যায়।

"পেয়িংগেস্ট"ও "তিনটি চুমু" গল্প তার মৌলিকত্বের সাক্ষ্য বহন করেছে ।এর মধ্যে" তিনটি চুমু" আধুনিক সমালোচকদের মতে তার প্রথম মৌলিক রচনা। "বিনোদিনী "গল্পগ্রন্থ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে জানিয়েছিলেন-" ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম "। এই গল্প গ্রন্থের নয়টি গল্পের মধ্যে পয়োমুখম ,তৃষিত আত্মা ,দিবসের শেষে - গল্প তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তার পয়োমুখম গল্পটি নির্মম হত্যা লীলার ইতিবৃত্ত কিন্তু পরিণামে রয়েছে আরেকটি প্রভাতে ইশারা।

প্রেমের একটা বিপ্রতীপ চলন লক্ষ্য করা যায়, জগদীশ গুপ্তের গল্পে।" অরূপের রাশ" এমন একটি গল্প। "অরূপের রাশ" এর ভিন্ন পাঠ হলো "চন্দ্র সূর্য যতদিন" গল্পটি ।আদরের বোন প্রফুল্ল হঠাৎ একদিন সতীন হয়ে বিছানার শরীক হয়ে উঠলো। নায়ক দীনতারন দ্বিতীয় বিয়ের পর দুপাটি দাঁত বের করে হেসেছিল। শাশুড়ি ক্ষণপ্রভার যন্ত্রণা বুঝতে পেরে একদিন রাত্রে তাকে জোর করে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দেয় ।গল্পকার বলেছেন-"এই শয্যায় প্রবেশ করিতে তার গা ঘিন ঘিন করিতেছে .....অদূরবর্তী ঐ লোকটা কেবল একটা মাংসপিণ্ড..... যেমন কদর্য তেমনি লোলুপ"। এরপর হঠাৎ মেঘের ডেকে ঘুম ভেঙে দীনতারণ দেখে ক্ষণপ্রভা শয্যায় নেই ।অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল ক্ষনপ্রভা কে -"এখন সে নগ্ন দেহ ; সম্পূর্ণ উন্মাদ, কিন্তু ছেলেটি বুকে আছেই"। তথাকোথিত সুস্থ মানুষের পৃথিবী তার কাছে অসহ্যবোধ হয়েছিল। এই রক্তমাংসের শরীরটা নিয়ে লোভী মানুষের এত কারসাজি, এত কারাকারি ;তাহলে দেখুক পুরুষ বেশ রসিয়ে রসিয়ে এই নগ্নতা। হয়তো এই সব ভেবেই লজ্জার মুখে জুতো মেরে নিজেকে উদম করে মেলে ধরেছিল সে। তবে কোলছাড়া করেনি তার শিশুটিকে ।কেননা নগ্ন ম্যাডনার মত সেও তো মা।

জগদীশ গুপ্তের গল্প সমগ্রের বৈশিষ্ট্য এইরূপ -

ক) তার গল্পের জগত অনেকটা তামসী । মানুষের মধ্যেকার নিষ্ঠুরতা, লোভ ,হিংসা, হিংস্রতা ও অন্ধ প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তার গল্পে।

খ)প্রেম তার চোখে প্রধানত জৈবিক তাড়না। প্রেমের অস্তিত্বকে একান্ত ভাবে দেহ সর্বস্ব বলে মনে করেছেন তিনি। এ কারণে পাপ -পূর্ণ , সুনীতি- দুর্নীতি, বিবেক এগুলি নিয়ে তার চরিত্রগুলি বেশি ভাবেনি।

গ) অলৌকিকতা আছে, আর তার সঙ্গে আছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ।

ঘ) কাহিনীর কঠোর দুঃখময়তা এবং রচনারীতির বিদ্রুপপূর্ণ ইঙ্গিত পাঠকের চোখে ধরা পড়েছে।

ঙ) অতিরোমান্টিক চেতনাকে জগদীশ গুপ্ত নানাভাবে আঘাত করেছেন।

চ) জগদীশ গুপ্তের গল্প কাল্পনিক সৃষ্টি নয়, বাস্তবের রং তুলিতেই তার উজ্জ্বলতা।

জগদীশ গুপ্তের গল্প যেন পিকাসোর আঁকা ছবি । পুরুষের চেহারা অনেকটা নিরস কাটা কাটা জ্যামিতির মত তুলনায় নারী অনেক মসৃণ। মধ্যবিত্তের রোমান্টিকতা এখানে নেই ,আছে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব কিংবা মানবীয় অনুভূতির চূড়ান্ত প্রকাশ। কোন নীতি নিয়ে মাথা ঘামাননি তিনি। অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে তার গল্পের চরিত্রগুলি দীপ্তিময় ও প্রখর। গল্পের ভাষা স্পষ্ট ও শানিত । শেষমেষ এক্সরের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা অতি বাস্তব চেহারার মত তার গল্পগুলি সত্যবদ্ধ জীবনের পাঠ নিতে শেখায়। এর পেছনে রয়েছে সেই ফেলে আসা বোধ - "মোর অধিকার সুন্দরের নাহি নাহি..... কোথা পাব পুষ্প সব, ধুতুরা গেলাস ভরিয়া করেছি পান নয়ন নির্যাস" ।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (৫ম খন্ড) - সুকুমার সেন
২। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (৩-৪) - ভূমের চৌধুরী
৩। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা– শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। কল্লোলের কাল - জীবেজ সিংহ রায়